দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের মূল্যায়ন

মো. অহিদুজ্জামান লিটন

গ্রন্থাগার হলো জাতির দর্পণ বা সমাজের আয়না, যা জ্ঞানপিপাসুদের বাতিঘর। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতির গ্রন্থাগারগুলো ততোধিক উন্নত। আধুনিক বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকেই জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থাগারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। গ্রন্থাগারিক বা তথ্য পেশাজীবী হচ্ছেন জ্ঞানের দ্বাররক্ষী, যিনি নতুন নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটান। কাঙ্খিত তথ্য সেবা ও ডিজিটাল গবেষণা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তিনি নতুন ও উদ্ভাবনশীল ধারণায় রাখেন ইতিবাচক ভূমিকা।

ড. কুদরত-এ-খুদা প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারকে হৃদপিন্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কঠিন, নির্মম ও নিষ্ঠুর। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। বইপত্র অপ্রতুল এবং আসবাবপত্রের অবস্থাও রুগ্ন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মুখে আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা অহরহই শোনা যায়। সব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মন্ত্রণালয়। ৬০টি মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগের নেতৃত্বে দেশের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর মধ্যে মাত্র একুশটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে গ্রন্থাগার আছে। অন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে কোনো গ্রন্থাগারই নেই। তবে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর ও বিভাগে আলাদা গ্রন্থাগার রয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী—প্রত্যেককে চাকরিতে প্রবেশের পরও অনেক পড়াশোনা করতে হয়। বিভাগীয় পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পদোন্নতি ও যোগ্যতম স্থানে পদায়ন মেলে। একজন দক্ষ ও চৌকস কর্মকর্তা কিংবা একজন পণ্ডিত-ব্যক্তি বা ভালো শিক্ষক হতে কিংবা সুনামের সঙ্গে দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করার জন্যও নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। এ জন্য তাকে নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়, নিতে হয় গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতা। নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ছাড়াও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে প্রযুক্তিনির্ভর ও সংগ্রহে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, পক্ষান্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেই সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় পঞ্চাশ হাজারের অধিক গ্রন্থাগার। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এ দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পেশার উন্নয়নে যথেষ্ট গাফিলতি ও উদাসীনতা রয়েছে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন এবং উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য অনেক কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণ বিদেশে যান। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে পড়াশোনা ও পরিদর্শনের সুযোগ ঘটে। সেখানকার গ্রন্থাগারে নিয়োজিত গ্রন্থাগারিকসহ কর্মীবাহিনীর মর্যাদা সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট ধারণা পান যা প্রায়শই সভা সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বিভিন্ন ফোরামে বলে থাকেন। এ দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার ব্যাপারে এসব কর্তাব্যক্তি বা নীতিনির্ধারকের ভূমিকা রাখার কথা। কিন্তু বাস্তবতা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়। কার্যত, এ দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারসহ দু-একটি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কালেভদ্রে পদোন্নতি হয়ে থাকে। কিন্তু ৯৫ ভাগ গ্রন্থাগারিক পদে কোনো পদোন্নতি নেই, যদিও এ পদটি প্রথম শ্রেণির। এরা সাধারণত সেবা দিয়ে থাকেন পণ্ডিত, জ্ঞানপিপাসু, জ্ঞানোৎসাহী ও মেধাবী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে। দেশগড়ার একজন যোগ্য কারিগর হিসেবে তৈরি করতে বইপুস্তক ও নানা রকম তথ্যসেবায় সহযোগিতা করে থাকেন একজন তথ্য পেশাজীবী। গ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেওয়া অধিকাংশই ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএ/বিএসএস (সম্মান) ও এমএ/এমএসএস ডিগ্রিধারী। ভুক্তভোগী গ্রন্থাগারিকদের আফসোস হলো—পঠিত বিষয়ের সংগে সংগতি রেখে ব্লক পদে চাকরি করা নিয়ে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগে বিভিন্ন নিয়োগ বিধিমালার আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের ব্লক পদ থেকে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়ন করা যৌক্তিক ও সময়ের দাবি এখন। এ ছাড়া, সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হলে এবং গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক দৃষ্টি দিলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায়ও এ পেশার লোকজন ইতিবাচক ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

● লেখক: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)